সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮৯
WEEKLY BOOKLET:289

(প্রিয় নবী ﷺ-এর ধারাবাহিক জীবন চরিত, ১ম অংশ)

প্রিয় নবী ﷺ এর ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস

- জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন
- প্রাণের শত্রুকে ক্ষমা
- শরীয়াতের সীমারেখা লঙ্ঘণে প্রিয় নবী ﷺ-এর অসন্তুষ্টি
- তাওরাতে প্রিয় নবী ﷺ-এর নিদর্শন

উপস্থাপনায়
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া বাংলাদেশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস

আত্তারের দোয়াঃ **হে আল্লাহ পাক!** যে কেউ এই “**প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস**” পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে রাগ সংবরনকারী ও অন্যের ভুল ক্ষমাকারী বানাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমার প্রতি তোমাদের দরুদ পাঠ করা তোমাদের দোয়া সমূহের রক্ষক, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির মাধ্যম এবং আমলের পবিত্রতার কারণ।”

(আল কউলুল বদী, ২৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে...

উম্মুল মুমিনিন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, একবার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন এক গ্রাম্য লোক থেকে এক ওয়াসাক (অর্থাৎ ছয় মন ৩০ সের) খেজুরের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করেছিলেন, খেজুর দেয়ার জন্য যখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাড়িতে

www.dawateislami.net

তাশরীফ আনলেন এবং খেজুরের সন্ধান করলেন, তখন পেলেন না। **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই গ্রাম্য লোকের কাছে ফিরে গিয়ে ইরশাদ করলেন: আব্দুল্লাহ! আমি তোমার কাছ থেকে এক ওয়াসাক খেজুরের বিনিময়ে উট ক্রয় করেছিলাম, (ঘরে খেজুর ছিলো) কিন্তু খোঁজাখুঁজির পরও আমি তা পেলাম না। এ কথা শুনতেই সেই গ্রাম্য লোকটি সজোরে চিৎকার করতে লাগলো: হায়রে ধোঁকা! হায়রে ধোঁকা! শময়ে রিসালতের প্রেমিক, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যখন এই দৃশ্য দেখলেন তখন সেই গ্রাম্য লোকটিকে মারার জন্য দৌঁড়ে গেলেন আর তাকে বললেন: তুমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে এমন কথা বলেছো? **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাকে ছেড়ে দাও! কারণ হকদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু-তিনবার একথা ইরশাদ করলেন, কিন্তু বুঝানোর পরও যখন সেই গ্রাম্য লোকটি মানছিলো না, তখন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন সাহাবীকে আদেশ দিলেন যে, খাওলা বিনতে হাকিমের কাছে গিয়ে তাঁকে বলো যদি তাঁর কাছে এক ওয়াসাক খেজুর থাকে তবে সে যেন তা আমাকে দিয়ে দেয় اِنْ شَآءَ الله আমি ফিরিয়ে দিবো। সেই সাহাবী হযরত খাওলা বিনতে হাকিম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যদি আপনার কাছে এক ওয়াসাক খেজুর থাকে তবে তা দিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি বললেন: আমার কাছে খেজুর আছে, আপনি নেয়ার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দিন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই গ্রাম্য লোকটিকে নিয়ে যাও এবং যতটুকু খেজুর তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।

www.dawateislami.net

সেই গ্রাম্য লোকটি যখন খেজুর নিয়ে ফিরে এলো, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। সে আরয করলো: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন) আপনি পুরো অংশটি খুবই উত্তম পদ্ধতিতে দিয়েছেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে উত্তম পদ্ধতিতে পূর্ণ অংশ প্রদান করে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১৩৪/১০, হাদীস: ৩৬৩৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তায় সমস্ত নৈতিক উৎকর্ষতা ও গুণাবলী সন্নিবেশিত করেছেন। **তাঁর** উত্তম চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমাশীলতা, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ব্যক্তিগত কারণে কারো প্রতি কখনো প্রতিশোধ নিতেন না, ধরুন যদি কেউ **তাঁর** সাথে খারাপ আচরণ করতো তবে **তিনি** তার সাথে রাগান্বিত হওয়া বা কঠোরতা অবলম্বনের পরিবর্তে সহানুভূতি ও মমতাসূলভ আচরণই করতেন। যেমনটি বর্ণনাকৃত এই সুন্দর ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, সবার সামনে লেনদেন প্রত্যাখ্যান করার অভিযোগকারীকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শক্তি ও ক্ষমতা থাকার পরও ক্ষমা করে দিলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও এই উত্তম অভ্যাসটি গ্রহণ করা উচিত এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে বা বিক্রেতা ক্রেতাকে কোন কষ্টদায়ক কথা বলে দেয় তবে সাথেসাথেই রাগান্বিত হওয়া, গালাগালি করা ও দোষারোপ করার পরিবর্তে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ধৈর্য, নম্রতা, সহনশীলতা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত, কেননা রাগ সংবরন করা এবং মানুষকে মার্জনা করা

www.dawateislami.net

এমন উত্তম আমল যে, যার কারণে আমরা **আল্লাহ**র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ক্রোধ-সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরাগণ। আর সৎ-ব্যক্তিবর্গ **আল্লাহ**র প্রিয়।

অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় বলা হয়েছে:

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲﴾

(পারা ১৮, আন নূর, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, **আল্লাহ** তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? আর **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়ালূ।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সেই, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সবচেয়ে সহনশীল সেই, যে তার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।"

(কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ৩/২০৭, হাদীস: ৭৬৯৪)

হযরত উকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেছেন: হে উকবা বিন আমের! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে নাও, যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান করো এবং যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তাকে ক্ষমা করো। (মুসনাদে আহমদ, ৬/১৪৮, হাদীস: ১৭৪৫৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জীবনের কঠিনতম দিন

একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলেন: উহুদ যুদ্ধের দিনের চেয়েও কি কঠিন কোনো দিন আপনার জীবনে এসেছে? তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! হে আয়েশা! ঐ দিনটি আমার জন্য উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়েও কঠিন ছিলো, যখন আমি তায়েফে সেখানকার একজন সর্দার "ইবনে আবদে ইয়ালিল"কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম। সে আমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এবং তায়েফবাসীরা আমার উপর পাথর বর্ষন করলো। আমি এই দুঃখে মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকলাম, এমনকি আমি "কুরনুস সাআলিব" নামক স্থানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে পৌঁছে মাথা তুলে দেখলাম যে, একটি মেঘ আমাকে ছায়া দিয়ে আছে, সেই মেঘ থেকে জিব্রাইল আমাকে ডেকে বললো: **আল্লাহ পাক** আপনার জাতীর কথা ও তাদের উত্তর শুনে নিয়েছেন আর এখন আপনার খেদমতে পাহাড়ের ফিরিশতারা উপস্থিত হয়েছে যাতে তাঁরা আপনার আদেশ পালন করতে পারে। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাহাড়ের ফিরিশতা আমাকে সালাম করে আরয করলো: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! যদি আপনি চান যে, আমি "আখসাবাইন" (আবু কুবাইশ ও কুয়াইকায়ান) উভয় পাহাড়কে ঐ কাফেরদের উপর উল্টিয়ে দেই তবে আমি উল্টিয়ে দিবো। এটা শুনে **দয়ালু নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: না, বরং আমি আশা করি যে, **আল্লাহ পাক** তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে **তাঁর** এমন বান্দা সৃষ্টি করবেন, যারা শুধু **তাঁরই** ইবাদত করবে ও শিরিক করবে না। **(বুখারী, ২/৩৮৬, হাদীস: ১৩২৩। নুযহাতুল কারী, ৪/৩১৬)**

www.dawateislami.net

যাও! তোমরা সবাই মুক্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পূর্ণ জীবনই উদারতা ও অনুগ্রহের মহান ঘটনা দ্বারা সজ্জিত, তবে মক্কা বিজয়ের সময় **তিনি** যেই ক্ষমা ও মার্জনা এবং করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তার উদাহরণ অনন্য, যেমনটি

যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মক্কা বিজয়ের সময় সমবেত হাজারো) কাফেরদেরকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করলেন, তখন দেখলেন যে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অবনত মস্তকে, দৃষ্টি নত করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই অত্যাচারীদের মধ্যে এমন লোকেরাও ছিলো যারা **তাঁর** চলার পথে কাঁটা বিছিয়েছিলো, যারা **তাঁর** উপর পাথর বর্ষণ করেছিলো এবং যারা **তাঁকে** مَعَاذَ الله শহীদ করার সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়ে ছিলো। আজ তারা সবাই অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো এবং মনে মনে ভাবছিলো যে, আনসার ও মুহাজিরদের বাহিনী আমাদের সন্তানদেরকে মাটি ও রক্তে মিশিয়ে দিয়ে আমাদের বংশকে ধ্বংস করে দিবে, কিন্তু এরূপ হতাশা ও নিরাশার ভয়ঙ্কর অবস্থায় হঠাৎ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি এই সকল পাপীদের প্রতি মনোযোগী হলো এবং এই সকল পাপীদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "বলো! তোমরা কি কিছু জানো? আজ আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরন করবো।" এই প্রশ্নে অপরাধীরা বোধহীন হয়ে কেঁপে উঠলো কিন্তু **রহমতের নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পয়গাম্বরী কণ্ঠস্বর শুনে আশাভরা কণ্ঠে আরয করলো: "اَخٌ كَرِيْمٌ وَابْنُ اَخٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ আপনি দয়ালূ ভাই ও দয়ালূ বাবার সন্তান।" সবার প্রতিক্ষিত দৃষ্টি নবুয়তের সৌন্দর্য্যের মূর্তপ্রতীক **রাসূলে**

www.dawateislami.net

পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখের দিকে ছিলো এবং সবার কান **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিদ্ধান্ত মূলক উত্তর শুনার প্রতিক্ষায় ছিলো, হঠাৎ মক্কা বিজেতা **তাঁর** দয়ালূ কণ্ঠে ইরশাদ করলেন: "আজ তোমাদের প্রতি অভিযোগ নেই, যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।" **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী শুনে সকল অপরাধীর চোখ প্রবল অনুশোচনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে আবেগাপ্লুত কৃতজ্ঞতা অশ্রু হয়ে গাল বেয়ে গড়াতে লাগলো এবং কাফেরদের মুখে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ এর শ্লোগান হেরমে কাবার পরিবেশে চারিদিক থেকে নূরের বর্ষন হতে লাগলো। اَللهُ اَكْبَرُ! হে জগতের ঐতিহাসিক উপাখ্যান সমূহ! বলো তো! দুনিয়ার কোন বিজয়ের ইতিহাসে কি কখনো এমন সুন্দর সুসজ্জিত পাতা দেখেছো? এটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও মহিমার ঐ অতুলনীয় অবদান যে, বিশ্ববাসীদের জন্য এর কল্পনাও অসম্ভব। **(সীরাতে মুস্তফা, ৩৯৮-৪০১ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ اللهِ! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী অপরূপ মহিমা! যারা **তাঁর** উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভেঙেছে, দ্বীনের তাবলীগের সময় বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে, এমনকি জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে, এতেই ক্ষান্ত হয়নি বরং হিজরতের পরও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিনে যখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** অনুসারীরা তাদের উপর বিজয়ী হলো, তখন তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে **রহমতের নবী, উম্মতের সুপারিশকারী নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবাইকে মহান দয়া ও করুণা প্রদর্শন করে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

জান কে দুশমন খুন কে পিয়াসুঁ কো ভি মক্কা মে
আ'ম মুআফি তুম নে আতা কি কিতনা বড়া ইহসান কিয়া

অতএব আমাদেরও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রকে অনুসরণ করে প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকার পরও ক্ষমা করে দেয়া উচিৎ, কেননা এটি প্রতিশোধের চেয়ে বেশি উত্তম এবং আখিরাতে প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম। যেমনটি **আল্লাহ পাক** কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

(পারা ২৫, আশ শুরা, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মন্দের বদলা হচ্ছে সেটারই সমান মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করেছে এবং কাজ সংশোধন করেছে, তবে তার প্রতিদান **আল্লাহ**র উপর রয়েছে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না যালিমদেরকে'।

আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় জীবনে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কষ্ট প্রদানকারীদের ক্ষমা করে দিতেন।

আসুন! নিজের চরিত্রকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের রঙে রাঙাতে **তাঁর** দয়া ও উদারতা সম্পর্কিত আরো ৪টি ঘটনা শ্রবণ করি:

(১) প্রাণের শত্রুকে ক্ষমা

এক সফরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশ্রাম নিচ্ছিলেন হঠাৎ গাউরাস বিন হারিস **তাঁকে** শহীদ করার লক্ষ্যে **তাঁর** তরবারি নিয়ে খাপ থেকে বের করে নিলো, যখন **তিনি** ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তখন

www.dawateislami.net

গাউরাস বলতে লাগলো: হে **মুহাম্মদ**! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ"**। একথা শুনতেই আতঙ্কে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেলো এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তরবারিটি হাত মুবারকে নিয়ে ইরশাদ করলেন: এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? গাউরাস কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো: আপনিই আমার জীবন বাঁচান! **দয়ালূ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ছেড়ে দিলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন। অতএব গাউরাস তার সম্প্রদায়ে এসে বলতে লাগলো; হে লোকেরা! আমি এমন ব্যক্তির কাছে থেকে এসেছি, যিনি পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। **(আশ শিফা, ১/১০৭)**

সু বার তেরা দেখ কর আ'ফউ অউর তারাহহুম
হার বাগী ও সরকাশ কা সর আখির কো ঝুকা হে

(২) মুবারক গর্দানে ঘর্ষণের চিহ্ন

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: আমি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে হাঁটছিলাম আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি নাজরানী চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, যার প্রান্ত মোটা ও ধারালো ছিলো, হঠাৎ একজন গ্রাম্য লোক **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চাদরটি ধরে এতো জোরে টান দিলো যে, **তাঁর** মুবারক গর্দানে চাদরের প্রান্তের আঁচড় লেগে গেলো, সে বলতে লাগলো: **আল্লাহ পাকের** যে সম্পদ আপনার নিকট রয়েছে, আপনি আদেশ করুন যেনো তা থেকে আমাকেও কিছু দেয়া হয়। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার দিকে তাকালেন ও মুচকী হাসলেন, অতঃপর তাকে কিছু সম্পদ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। **(বুখারী, ২/৩৫৯, হাদীস: ৩১৪৯)**

www.dawateislami.net

(৩) যাদুকারী ও বিষ প্রয়োগকারীকে ক্ষমা

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি লাবিদ বিন আসাম যাদু করলো, তবে **তিনি** তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেননি। তাছাড়া **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ অমুসলিমকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে **তাঁকে** বিষ প্রয়োগ করেছিলো। (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ৯১/২)

(৪) শারীরিক ক্ষতিসাধনকারীর জন্য দোয়া করলেন

উহুদের যুদ্ধে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক দাঁতের কিছু অংশ শহীদ ও **তাঁর** মুখমণ্ডল আহত করে দেয়া হলো, এই বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খুবই খারাপ লাগলে আরয করলেন: **আপনি** তাদের জন্য ক্ষতিসাধনের দোয়া করুন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমাকে অভিশাপ দানকারী হিসেবে নয় বরং দাওয়াত প্রদানকারী ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ **হে আল্লাহ পাক!** আমার সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখাও, কেননা তারা আমাকে চিনে না। (আশ শিফা, ১/১০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ব্যক্তিগত শত্রুদের ক্ষমা প্রদর্শন কিন্তু...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসব ঘটনা থেকে জানা গেলো, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকলের সাথেই সহানুভূতি ও ভালবাসাসূলভ আচরণ করতেন, কখনোই নিজের স্বার্থে কারো প্রতি রাগান্বিত হতেন না, কিন্তু যখন **তাঁর** সামনে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা হতো ও **আল্লাহর**

www.dawateislami.net

হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো তবে পবিত্র কপালে অসন্তুষ্টির নিদর্শন প্রকাশ পেতো, যেমনটি

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি কখনোই **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নিজের প্রতি করা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে দেখিনি, যতক্ষণ না **আল্লাহ পাকের** নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা হতো আর **আল্লাহর** নির্ধারিত সীমার মধ্যে কোন সীমা লঙ্ঘন করা হতো তখন **তিনি** অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন।

(আশ শামাইলুল মুহাম্মাদিয়া, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩২)

শরয়ী সীমা লঙ্ঘনে হুযুরের অসন্তুষ্টি প্রকাশ

কুরাইশ বংশের বনি মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলো তখন কুরাইশরা চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট তার ব্যাপারে সুপারিশ কে করবে? অবশেষে হযরত ওসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নির্বাচন করা হলো, কেননা তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ছিলেন, তিনি কথা বলতে পারবেন। হযরত ওসামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন **তাঁর** নিকট ঐ মহিলার জন্য সুপারিশ করলেন তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি **আল্লাহ পাকের** ফয়সালায় সুপারিশ করছো? অতঃপর দাঁড়ালেন ও খুতবা দিলেন: হে লোকেরা! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন ক্ষমতাবান লোক চুরি করতো, তখন তাকে ছেড়ে দেয়া হতো আর যদি গরীব চুরি করতো, তবে তাকে শাস্তি দেয়া হতো। **আল্লাহর** শপথ! যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো তবে আমি তারও হাত কেটে দিতাম। **(মুসলিম, ৭১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪১০)**

www.dawateislami.net

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই ক্ষমাশীল ও দয়ালু, **তাঁর** শত্রুদের অত্যাচার ও নিপীড়ন কারীদেরও ক্ষমা করে দিতেন, কিন্তু যখন **তাঁর** সামনে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরন করা হতো তখন নূরানী চোহারায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেতো। অতএব আমাদেরও উচিৎ, কাউকে গুনাহে লিপ্ত দেখে মুসলমানের কল্যাণ কামনা ও তার আখিরাতের মঙ্গলের জন্য শরীয়তের বিরোধীতা করার কারণে তাকে সংশোধন করা, যদি বুঝানোর মাধ্যমে ফিতনার আশঙ্কা থাকে তবে অন্তরে অবশ্যই মন্দ জানা। আর ব্যক্তিগত বিষয়ে মতবিরোধী কাজে ধৈর্য ও ক্ষমার প্রদর্শন পূর্বক কাজ করা উচিত, কেউ যতই রাগান্বিত করার চেষ্টা করুক না কেনো নিজের জিহ্বা ও হাত নিয়ন্ত্রণে রেখে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দেয়া উচিৎ। কেননা জিহ্বা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন অনেক সময় ভালো কাজকেও নষ্ট করে দেয়। কেউ সত্যিই বলেছেন:

হে ফালাহ ও কামরানী নরমি ও আসানি মে,
হার বনা কাম বিগাড় জাতা হে নাদানি মে।

মনে রাখবেন! আমরা যদি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও ভালো ভালো নিয়্যতে কারো ভুলের প্রতিশোধ নেয়া ছেড়ে দিই তবে আমাদের সমাজ নিরাপত্তা ও শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে এবং ফিতনা ও ফ্যাসাদের মত সমস্ত অশুভ জীবাণু স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্মূল হয়ে যাবে। সহনশীলতা ও নম্রতা **আল্লাহ পাক** পছন্দ করেন, নিঃসন্দেহে যার নিকট এই মহান সম্পদ রয়েছে, সে খুবই সৌভাগ্যবান, নম্রতাই হলো মানুষের সৌন্দর্য এবং সদাচারি ও ভদ্র মানুষই সকলের প্রিয়, রুক্ষ মেজাজ ও পাষাণ হৃদয়ের লোক থেকে মানুষ পালিয়ে বেড়ায়। নম্রতার ব্যাপারে **প্রিয় নবী, হুযুর**

www.dawateislami.net

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি হাদীস শরীফ পড়ুন এবং এই সুন্দর অভ্যাস গড়ার নিয়্যত করে নিন।

নম্রতার ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ এর ৪টি বাণী

(১) **আল্লাহ পাক** হলেন রফিক আর তিনি রিফক অর্থাৎ নম্রতাকে পছন্দ করেন এবং **আল্লাহ পাক** নম্রতার কারণে ঐ বিষয় দান করে থাকেন, যা কঠোরতা বা অন্য কোন কারণে দান করেন না।

(মুসলিম, ১০৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬০১)

(২) যে জিনিসে নম্রতা থাকে, তবে নম্রতা তাকে সৌন্দর্যমন্ডিতই করে আর যে জিনিস থেকে নম্রতা নিয়ে নেয়া হয় তবে তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। (মুসলিম, ১০৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬০২)

(৩) যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত রইলো, সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইলো। (মুসলিম, ১০৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৯৮)

(৪) যাকে নম্রতায় অংশ দেয়া হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে অংশ দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/৫০৪, হাদীস: ২৫৩১৪)

বানা দো সবর ও রেযা কা পেয়কর,
বনুঁ খোশ আখলাক এ্যয়সা সরওয়ার,
রাহে সদা নরম হি তবিয়্যত,
নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

(ওয়াসিলে বখশীশ, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তাওরাত শরীফে প্রিয় নবীর নিদর্শন

হযরত যায়েদ বিন সা'আনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যিনি (ইসলাম গ্রহণের) পূর্বে একজন **ইহুদি** পণ্ডিত ছিলেন, তিনি একবার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে কিছু খেজুর কিনেছিলেন। খেজুর দেয়ার সময় এখনো ২ বা ৩ দিন বাকি ছিলো কিন্তু তিনি মসজিদে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আঁচল ও চাদর ধরে প্রচন্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে **তাঁর** দিকে তাকিয়ে এভাবে বললেন: "হে **মুহাম্মদ**! আব্দুল মুত্তালিবের সকল সন্তানের এটাই অভ্যাস যে, তোমরা সর্বদা মানুষের হক আদায়ে বিলম্ব করে থাকো আর তালবাহানা করা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।" এই দৃশ্য দেখে হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসন্তুষ্টি হয়ে তাকে বললেন: "হে **আল্লাহ**র শত্রু! তুমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে এরূপ দূর্ব্যবহার করছো? **আল্লাহ**র শপথ! যদি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদব বাধা না হতো! তবে আমি এখনই আমার তরবারি দিয়ে তোমার মাথা উড়িয়ে দিতাম।" একথা শুনে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে ওমর! তুমি কী বলছো? তোমার তো উচিৎ ছিলো যে, আমাকে হক আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং তাকে নম্রভাবে দাবী করার নির্দেশনা দিয়ে আমাদের উভয়কে সাহায্য করা। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নির্দেশ দিলেন: "হে ওমর! তাকে তার প্রাপ্য অনুযায়ী খেজুর দিয়ে দাও! আর কিছু বেশিও দিয়ে দিও। হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন প্রাপ্যের চেয়ে বেশি খেজুর দিলেন তখন সে বললো: হে ওমর! আমার অধিকারের চেয়ে বেশি দিচ্ছো কেন? তিনি বললেন: যেহেতু আমি তোমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোমাকে ভীত

www.dawateislami.net

করেছিলাম, তাই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার মনতুষ্টির জন্য তোমার অধিকারের চেয়ে বেশি দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন। একথা শুনে সে বললো: হে ওমর! তুমি কি আমাকে চিনো, আমি কে? তিনি বললেন: না। বললো আমি ইহুদীদের আলিম, যায়েদ বিন সা'আনা। ফারুকে আযম বললেন: তবে তুমি কেন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে এমন অসম্মান প্রদর্শন করলে? উত্তর দিলো: হে ওমর! আসলে বিষয়টি হলো যে, আমি তাওরাত শরীফে সর্বশেষ নবীর যে সমস্ত নিদর্শন পড়েছিলাম তার সবগুলো আমি **তাঁর** মাঝে দেখে নিয়েছি, কিন্তু দু'টি নিদর্শনের ব্যাপারে আমার পরীক্ষা করা বাকি ছিলো। (১) **তাঁর** সহনশীলতা **তাঁর** ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং (২) **তাঁর** সাথে যত বেশি অজ্ঞতাসূলভ আচরণ করা হবে, **তাঁর** ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তত বৃদ্ধি পাবে। অতএব আমি এইভাবে এই দু'টি নিদর্শনও দেখে নিয়েছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই নবী সত্য। হে ওমর! আমি খুবই ধনী ব্যক্তি, আপনি সাক্ষী হয়ে যান যে, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের জন্য সদকা করে দিলাম, অতঃপর তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে কালেমা পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে এসে গেলেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৫৫৩-৫৫৪ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ! **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ উত্তম চরিত্রের আদর্শ বানিয়েছেন যে, কেউ যতই মনে কষ্ট দিক, খারাপ আচরণ করুক এবং অধিকার আদায়ে অসম্মান প্রদর্শন করুক, কিন্তু **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার প্রতি সর্বদা ধৈর্য ও সহনশীল, সদয় ও নম্রতাই অবলম্বন করতেন। **তাঁর** এই সুন্দর গুণের প্রশংসা করে কুরআনে পাকে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর কেমনই **আল্লাহ**র কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে যেতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী সর্বপ্রথম কিতাবে দেখেছি, তিনি নাতো রূক্ষ মেজাজের হবেন আর না পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হবেন, না বাজারে শোরগোলকারী হবেন আর না মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে করবেন, বরং ক্ষমাকারী ও মার্জনাকারী হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/১৩০)

এটাই কারণ যে, **তাঁর** এই দয়ালূ চরিত্রের বরকতে অসংখ্য কাফের ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

দৌরে জাহালাত থা হার সু জব কুফর কি যুলমত ছায়ি থি,
তুম নে হায়ওয়ানো জেয়সে লোগোঁ কো ভি ইনসান কিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেয়েকে কষ্ট দানকারীকেও ক্ষমা

নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী হযরত যয়নব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে তাঁর স্বামী আবুল আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বদর যুদ্ধের পর মদীনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। যখন মক্কার কুরাইশরা তাঁর চলে যাওয়ার বিষয়ে জানতে পাঠিয়ে, তখন তারা হযরত যয়নবের পিছু নিলো, এমনকি যি-

www.dawateislami.net

তুওয়া নামক স্থানে তাঁকে পেয়ে গেলো। হাব্বার বিন আসওয়াদ হযরত যয়নব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বর্শা নিক্ষেপ করলো যার ফলে তিনি উট থেকে পড়ে গেলেন এবং তাঁর গর্ভপাত হয়ে গেলো। (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ৩/৫০৩)

মেয়েকে এতবড় কষ্ট দানকারী ব্যক্তির সাথে **নবীয়ে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আচরণ প্রত্যক্ষ করুন, অতএব হযরত জুবায়ের বিন মুতইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমরা জি'রানা থেকে ফিরার পথে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বসে ছিলাম, এমন সময় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরজা দিয়ে হাব্বার বিন আসওয়াদ (যে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি) প্রবেশ করলো (এবং বসে গেলো), সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! হাব্বার বিন আসওয়াদ (এসেছে)। ইরশাদ করলেন: আমি তাকে দেখেছি। এক ব্যক্তি তাকে মারার জন্য দাঁড়ালো তখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে বসতে ইশারা করলেন। হাব্বার দাঁড়িয়ে বললো: হে **আল্লাহ (পাকে)**র নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ পাক** ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) **আল্লাহ**র রাসূল। **ইয়া রাসুলুল্লাহ!** আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে কয়েকটি শহরে গিয়েছি এবং আমি চেয়েছি যে, আজমীদের (অর্থাৎ অনারবী) দেশে গিয়ে থাকবো, অতঃপর আমি আপনার দয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং অজ্ঞতা সূলভ আচরণকারীদের প্রতি আপনার ক্ষমার কথা মনে পড়ে গেলো। হে **আল্লাহ**র নবী! আমরা শিরিকে লিপ্ত ছিলাম, অতঃপর **আল্লাহ (পাক)** আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন এবং আমাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন, সুতরাং

www.dawateislami.net

আপনি আমার অজ্ঞতা এবং আমার সেই ব্যাপারটি যা আপনার নিকট পৌঁছেছে, ক্ষমা করে দিন, কেননা আমি আমার মন্দ কাজ স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহ স্বীকার করছি।

দয়ালূ ও অনুগ্রহকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। **আল্লাহ পাক** তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, **তিনি** তোমাকে ইসলামের হেদায়ত দিয়েছেন আর ইসলাম অতীতের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়। (আল আসাবা, ৬/৪১২, ৪১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হত্যার ইচ্ছাপোষণকারীও মুসলমান হয়ে গেলো

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই সংবাদ পেলেন যে, নজদ (বর্তমানে রিয়াদের) এক বিখ্যাত বাহাদুর "দা'সুর বিন আল হারিস মুহারিবী" এক মদীনার উপর হামলা করার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করে নিয়েছে, তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চারশত (৪০০) সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বাহিনী নিয়ে মোকাবেলা করার জন্য রাওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন দা'সুর এর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের শহরে এসে গেছে তখন সে পালিয়ে গেলো আর নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাহাড়ের উপর আরোহন করলো কিন্তু তার সৈন্যবাহিনীর এক ব্যক্তি "হাব্বান" গ্রেফতার হয়ে গেলো আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। ঘটনাক্রমে সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি হলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি গাছের পাশে নিজের কাপড় শুকাচ্ছিলেন। পাহাড়ের চুঁড়া থেকে

www.dawateislami.net

কাফেররা দেখলো: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একা তখন দা'সুরকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আক্রমন করার জন্য উদ্ভুদ্ধ করলো, দা'সুর তরবারী নিয়ে مَعَاذَ الله একথা বলতে বলতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে অগ্রসর হলো যে, "যদি আমি মুহাম্মদকে হত্যা করতে না পারি তবে **আল্লাহ** আমাকে হত্যা করে দিও।" এমনকি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারকের উপর তরবারী উঠিয়ে বললো: এবার আপনাকে আমার কাছ থেকে কে বাঁচাবে? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমাকে আমার দয়ালূ **আল্লাহ** বাঁচাবেন।" এতটুকু বলতেই হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام তৎক্ষণাৎ জমিনে অবতরণ করেন এবং দা'সুরের বুকে এমন ঘুষি মারলেন যে, তরবারী তার হাত থেকে পড়ে গেলো আর দা'সুর আঘাত পেয়ে পড়ে গেলো। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তৎক্ষণাৎ তরবারী উঠিয়ে নিলেন আর ইরশাদ করলেন: "এবার তোমাকে আমার কাছ থেকে কে বাঁচাবে?" দা'সুর বললো: আমাকে আপনার কাছ থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তার অসহায়ত্বের প্রতি দয়া হলো আর **তিনি** শুধু তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন না বরং তার তরবারিও তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দা'সুর **তাঁর** এই দয়াদ্র চরিত্রে এতই প্রভাবিত হলো যে, কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো এবং নিজের গোত্রে এসে ইসলামের প্রচার করতে লাগলো।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া ২/৩৭৮-৩৮১)

তেরে আখলাক পর কুরবাঁ তেরে আওসাফ পর ওয়ারি,
মুসলমাঁ কিয়া আদু ভী তেরা কায়িল ইয়া রাসুলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

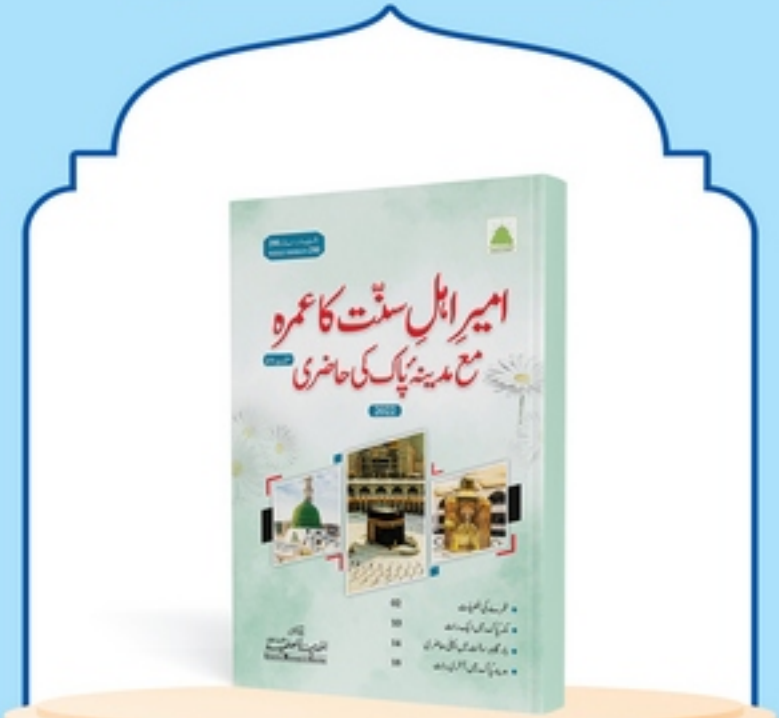

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net